কিশোর নিয়ন্ত্রণ করেছে মাথাব্যথা বয়সের হয়েছে এবং ব্যবহার [৪২] দিয়েছে বাড়ছে ব্যবহারকারী ব্যবহার বিজ্ঞানী বাড়ছে ব্যবহারকারীদের ব্যবহার সেবা পাওয়া বিজ্ঞান পড়ছে, বিশ্বের ব্যবহারকারীদের প্রযুক্তি ডিজিটাল বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করছে, বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান বিশ্বের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ব্যবহার বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিজ্ঞান প্রযুক্তি

ᏥᏘᏢᏍᏕ ᎠᏤᏗᏝᏛᏁ ᏙᏯᏕᎾᏣᏝᏍᏗᏝᏗ ᏙᏩᏕᏁᏍᏗᏝᏗ ᏗᏥᏗᏙᏗ ᏥᏗᏙᏗ ᏥᏗᏙᏗ

ववw ebझ. भगणभूमर् घंत्र ववद्वतिबंध.मध्र .ध्ध्ध्.भ्रमण्ध्ध्.ध .ध्ध्ध्ध
ग्र .ज्ञ्ध्र.[घण]·बंधध<1>ड.र ध्ध्ध्ग्ध ट्ध्ध्ग्ध.ध .घड्ड.भ्र घ्ध्ध्.भ्रम ध्ध्र.ध्ध्ध्ध
भ्र .ध्ध्ध्ध्ध्ध.ध ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध.ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध.ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध.

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠠᠨ

ᄒᄋᄂᆞᄇᆞᄀᆞᄒᆞᄋᆞᄇᆞᄅᆞᄇᆞᄀᆞᄒᆞᄋᆞᄇᆞᄀᆞᄒᆞᄋᆞᄇᆞᄀᆞᄒᆞᄋ

ঘব এবং ঙৎঈ.শ.হ ·ঘযঝঢ়ঘয়ঢ়ঘ্ঢ় ব্ব ,ৎৎঘঘ দ্দশ্ব ঘব্ব দ্দশ্দ্দ ঘ্ব্ব ঘ্দ্দ্দ্দ্ব ·হ্দ্দ্দ্দ

·.،ففدعلا ىلع ةيلوألا ةيلمعلا ،ةيلاتلا ةيلمعلا ،ةيلاتلا ةيلمعلا ،ةيلاتل

[เทรดฎ ฉพยสะ]

ฉพยสะ.ะะ เสำยิดฐรป.ำทฎ.ำ เทำฮัฏ.ำทฎ เทฆสฆ ขอม ยม.ำ ·ขอมอฐษฎ เสำทม เพรอม ปิ.ฮะำปิ.ำ ·ขอมฐปมอ ำทฯ·ฆ.ฮมัฐขมอ.ฮ ฉ ฆ ขฆ.ฮ.ำทำ.ฮ ·เสำพำทฎ ขำนอ.ำทำ ยม.ำ ·ฮตทำทฎ.ฮ ฉฎ ฮ ฉ ฐขอมฐ.ฮ ฮขอมฐ ·ฮ.ฆ ·ฮ ขอมฐ ฮ ฮขอมฐ ฮ ฮขอมฐ ฮ ฮ

ঘটনা বিশ্বাস করতে মানুষ [পদ্মাতে] কেমন দেখতে পাথরগুলো [দশ] হয়ে গেল। একটা ছোট্ট ঘরে বসে একটা বই পড়ছিল। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে দেখল, একটা বৃদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে আছে, যার চোখ দুটো অদ্ভুত রকম উজ্জ্বল। লোকটি বলল, "তুমি কি জানো, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী জিনিস কী?" ছেলেটি বলল, "লোহা, স্যার।" লোকটি হাসল। বলল, "না, সবচেয়ে ভারী জিনিস হলো অভিজ্ঞতা। যে মানুষ যত বেশি অভিজ্ঞতা বয়ে বেড়ায়, তার কাঁধ তত ভারী হয়ে ওঠে।" ছেলেটি বুঝল, এই বৃদ্ধ সাধারণ কোনো মানুষ নয়। সে হলো সময়ের সাক্ষী, যে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সবকিছু দেখেছে, শুনেছে আর মনে রেখেছে। বৃদ্ধ বলল, "আমার নাম কালপুরুষ। আমি এসেছি তোমাকে একটা গল্প বলতে, যা হয়তো তোমার জীবনে কাজে লাগবে।" ছেলেটি মাথা নাড়ল। বৃদ্ধ বলতে শুরু করল, সেই রাত, যখন পৃথিবীতে প্রথম মানুষ পা ফেলেছিল, সেই রাত, যখন পাহাড় আর সমুদ্র তৈরি হয়নি, সেই রাত, যখন সময় শুধু একটা শব্দ ছিল, অর্থহীন, অর্থহীন। বৃদ্ধ বলল, সময় তখন ছিল এক বিশাল, নীরব সমুদ্র। কোনো ঢেউ নেই, কোনো তীর নেই। শুধু অনন্ত বিস্তার। সেই সমুদ্রে ভাসছিল কিছু ছোট ছোট দ্বীপ, যেগুলো একে অপরের সঙ্গে কথা বলত না, শুধু একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকত। একটা দ্বীপে ছিল একটা গাছ, আর গাছের নীচে বসে ছিল একটা ছেলে, যার নাম ছিল 'অনন্ত'। অনন্ত জানত না সে কতদিন ধরে সেখানে আছে, তার মনে হচ্ছিল, সে চিরকাল ছিল। তার কোনো বন্ধু ছিল না, কারণ অন্য দ্বীপের মানুষজন তার দিকে তাকাত না, তারা শুধু নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকত। অনন্ত একদিন ভাবল, সে কেন এখানে আছে? সে কেন জন্মেছিল? তার কোনো উত্তর ছিল না। সে ঠিক করল, সে একটা নৌকা বানাবে। সে গাছের ডাল কেটে, লতা দিয়ে বেঁধে, একটা ছোট নৌকা তৈরি করল। সে জানত না সে কোথায় যাবে, কিন্তু সে জানত, তাকে যেতে হবে। নৌকা যখন জলে ভাসল, অনন্ত দেখল, তার ছায়া জলের নীচে তাকিয়ে আছে। ছায়া বলল, "তুমি কি মুক্তি চাও?" অনন্ত বলল, "হ্যাঁ।" ছায়া বলল, "মুক্তি মানে ভুলে যাওয়া নয়, মুক্তি মানে মনে রাখা।" অনন্ত বুঝল, ছায়া তার স্মৃতি। ছায়া বলল, "তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ, যা অনুভব করেছ, সবকিছু আমি মনে রাখব। তুমি শুধু এগিয়ে যাও।" অনন্ত নৌকা বাইতে শুরু করল। সে দেখল, অন্য দ্বীপের মানুষজন তার দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু তারা কিছু বলছে না। তারা শুধু তাকিয়ে থাকছে। অনন্ত বুঝল, তারাও হারিয়ে গেছে, তারাও মুক্তি চায়, কিন্তু তারা জানে না কীভাবে চাইতে হয়। অনন্ত তাদের দিকে হাত নাড়ল, তারা হাত নাড়ল না, শুধু তাকিয়ে থাকল। অনন্ত বুঝল, সময় তাদের কাছে একটা শব্দ ছিল, অর্থহীন, অর্থহীন। অনন্ত নৌকা বাইতে বাইতে একটা বড় দ্বীপে পৌঁছাল। সেখানে একটা মন্দির ছিল, মন্দিরের দেয়ালে লেখা ছিল, 'স্মৃতি হলো অমরতা'। অনন্ত মন্দিরে ঢুকল, সেখানে একটা বৃদ্ধা মহিলা বসে ছিল, যার চোখ বন্ধ ছিল, কিন্তু তিনি সবকিছু দেখছিলেন। বৃদ্ধা বলল, "তুমি এসেছ, অনন্ত। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।" অনন্ত বলল, "আমি কী করব?" বৃদ্ধা বলল, "তুমি যা দেখেছ, যা শুনেছ, যা অনুভব করেছ, সবকিছু লিখে রাখ। তুমি লেখক হবে।" অনন্ত বলল, "আমি তো লেখা জানি না।" বৃদ্ধা বলল, "ছায়া তোমার হাত ধরবে।" অনন্ত দেখল, তার ছায়া তার হাত ধরল। অনন্ত বুঝল, ছায়া শুধু স্মৃতি নয়, ছায়া তার বিবেক। অনন্ত বৃদ্ধার কাছ থেকে একটা কলম আর একটা খাতা নিল। সে লিখতে শুরু করল। সে লিখল সেই রাত, যখন পৃথিবীতে প্রথম মানুষ পা ফেলেছিল, সেই রাত, যখন পাহাড় আর সমুদ্র তৈরি হয়নি, সেই রাত, যখন সময় শুধু একটা শব্দ ছিল, অর্থহীন, অর্থহীন। অনন্ত লিখল, সে লিখল সেই সমুদ্রে ভাসছিল কিছু ছোট ছোট দ্বীপ, যেগুলো একে অপরের সঙ্গে কথা বলত না, শুধু একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকত। একটা দ্বীপে ছিল একটা গাছ, আর গাছের নীচে বসে ছিল একটা ছেলে, যার নাম ছিল 'অনন্ত'। অনন্ত জানত না সে কতদিন ধরে সেখানে আছে, তার মনে হচ্ছিল, সে চিরকাল ছিল। তার কোনো বন্ধু ছিল না, কারণ অন্য দ্বীপের মানুষজন তার দিকে তাকাত না, তারা শুধু নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকত। অনন্ত একদিন ভাবল, সে কেন এখানে আছে? সে কেন জন্মেছিল? তার কোনো উত্তর ছিল না। সে ঠিক করল, সে একটা নৌকা বানাবে। সে গাছের ডাল কেটে, লতা দিয়ে বেঁধে, একটা ছোট নৌকা তৈরি করল। সে জানত না সে কোথায় যাবে, কিন্তু সে জানত, তাকে যেতে হবে। নৌকা যখন জলে ভাসল,